সি.আর.সি.সি (CCRC) কি?

ক্রিমিনাল কেইসেস রিভিউ কমিশন (Criminal Cases Review Commission)-কে সাধারণত বলা হয় সি.সি.আর.সি (CCRC)। এটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ফৌজদারি মামলা (ক্রিমিনাল কেইস) পুনরায় খতিয়ে দেখার জন্য। এই সংস্থাটি সেসব মামলা খতিয়ে দেখে থাকে, যেসব মামলায় দোষী সাব্যস্তকৃত লোকরা মনে করেন তাদেরকে ভুলে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে কিংবা ভুল সাজা দেয়া হয়েছে। এই সংস্থা সেসব লোকের মামলা খতিয়ে দেখে থাকে, যারা আপীলে হেরে গেছেন।

কোনো মামলা খতিয়ে দেখার পর যদি সি.সি.আর.সি মনে করে যে, সেই মামলায় কাউকে ভুলে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে বা ভুল সাজা দেয়া হয়েছে, তাহলে আমরা পুনরায় মামলাটি আপীল কোর্টে পাঠাতে পারবো। মামলা পুনরায় আপীল কোর্টে পাঠাতে হলে আমাদের কাছে নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ এমন কিছু থাকতে হবে, যেমন শক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ বা যুক্তিতর্ক থাকতে হবে, যার ভিত্তিতে মামলাটিকে এখন ভিন্ন দেখাবে। শক্ত নতুন সাক্ষ্যপ্রমাণ বা যুক্তিতর্ক পাওয়া খুব কঠিন হয়ে থাকে। তাই অনেক মামলাই পুনরায় আপীলে প্রেরণ করা যায় না।

সি.সি.আর.সি সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ। আমরা কোর্ট, পুলিশ বা রাষ্ট্রপক্ষের জন্য কাজ করি না। আমরা তাদের জন্য কাজ করি না, যারা তাদের মামলা পুনর্বিবেচনার জন্য দরখাস্ত করেন। ন্যায়-বিচার না পাওয়ার অভিযোগ নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করার স্বার্থে আমরা কারোরই পক্ষ নেই না। আমরা মামলা আপীল কোর্টে পুনরায় পাঠাতে সক্ষম হতে পারি যদি উল্লেখযোগ্য নতুন সাক্ষ্যপ্রমাণ বা বিষয় থাকে, যার জন্য দোষীসাব্যস্ত করে প্রদত্ত রায় বা সাজার গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে।

সি.সি.আর.সি সকল কাজেকর্মে সাম্যতা অনুসরণ করে। সংস্থাটি তার সকল কাজেকর্মে যে কোনো ধরনের বৈষম্যতা দূর করার আপ্রাণ চেষ্টা করে। এই সংস্থা সর্বসম্পৃক্ত সংস্কৃতি তৈরির ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রয়েছে, যেখানে সংস্থার সকল কর্মী সমান সুযোগ লাভ করবেন। সাম্যতার সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন বিষয়ে সি.সি.আর.সি তার সকল কর্মীদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে।

সি.সি,আর.সি কি করে?

আমরা নির্দিষ্ট কিছু কোর্টের ফৌজদারি মামলার রায় বা সাজা তদন্ত করে দেখতে পারি। কোর্টগুলো হলো ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট, ক্রাউন কোর্ট, ইয়ুথ কোর্ট, কোর্ট মার্শাল বা সার্ভিস সিভিলিয়ান কোর্ট।

দোষী সাব্যস্ত করে প্রদত্ত কোনো রায় বাতিল করার কিংবা সাজা কমানোর ক্ষমতা একমাত্র আপীল কোর্টের রয়েছে। সি.সি.আর.সি-র কাজ হলো, মামলা খতিয়ে দেখে নিয়ে আপীল কোর্টে পাঠানো। আমরা তখনই আপীল কোর্টে পাঠাই, যখন আমরা এর পক্ষে ভাল কারণ রয়েছে বলে মনে করি। যদি আমরা কোনো মামলা আপীল কোর্টে পাঠাই, তাহলে কোর্ট আপীল শুনতে বাধ্য থাকবেন। মামলা আপীলে পাঠানো হলে আপীল কোর্টের সাজা বাড়ানোর ক্ষমতা নেই, এমনকি কোর্ট যদি আপীল খারিজও করে দেন।

মামলা তদন্ত করার বিশেষ আইনগত ক্ষমতা আমাদের রয়েছে। এই ক্ষমতা ব্যবহার করে আমরা ইংল্যান্ড, ওয়েল্স এবং নর্দান আয়ারল্যান্ডের যে কোনো সরকারী কিংবা বেসরকারী সংস্থার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আনার ক্ষমতা রাখি, যার মধ্যে রয়েছে পুলিশ, সরকারপক্ষ ও কোর্টের কাছে রক্ষিত তথ্য সম্বলিত কাগজপত্র। আমরা সাক্ষ্যপ্রমাণ বিচার বিশ্লেষণ করতে পারি, অন্যান্য মামলার নতুন নিদর্শন বিবেচনায় নিতে এবং বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে রিপোর্ট আনতে পারি। তাছাড়া আমরা পুরান সাক্ষীদের খুঁজে বের করের তাদের সহ নতুন সাক্ষীদের ইন্টারভিউ নিতে পারি।

আমরা নিরপেক্ষ। একমাত্র সি.সি.আর.সি সিদ্ধান্ত নেবে কি কি কাগজপত্র দরকার এবং কি ধরনের তদন্ত সম্পন্ন করা দরকার।

আমরা পুরাণ মামলা খতিয়ে দেখতে পারি। সি.সি.আর.সি-র কাছে আবেদন করার নির্দিষ্ট কোনো সময়সীমা নেই। তবে খুব বেশী পুরাণ মামলার ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে কারণ কাগজপত্র এবং সাক্ষ্যপ্রমাণ ধ্বংস করে ফেলা হয়ে থাকতে পারে।

যদি আপনার কোনো আইনজীবী না থাকেন, তাহলেও আমরা আপনার মামলা দেখতে পারবো। আমাদের কাছে আবেদন করার জন্য আপনার কোনো আইনজীবীর দরকার নেই, তবে চাইলে একজন সলিসিটর আপনাকে সাহায্য করতে সক্ষম হতে পারেন।

'প্রিভেনশন অর্ডার' খতিয়ে দেখার এখতিয়ার আমাদের নেই। শুধুমাত্র দোষী সাব্যস্ত করে প্রদত্ত রায় বা সাজা খতিয়ে দেখার এখতিয়ার আমাদের রয়েছে।

দেওয়ানী মামলা অথবা ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত কোনো বিষয় নিয়ে কাজ করার এখতিয়ার আমাদের নেই।

সি.সি.আর.সি-র কাছে কি ধরনের লোক আবেদন করতে পারেন?

যে কোনো কেউই সি.সি.আর.সি-র কাছে আবেদন করতে পারেন, যদি তিনি মনে করেন তাকে ভূলে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে বা ভুল সাজা দেয়া হয়েছে। ইংল্যান্ড, ওয়েলস অথবা নর্দান আয়ারল্যান্ড এর কোর্টে আপনি দোষী সাব্যস্ত হয়ে থাকতে হবে। দোষী সাব্যস্ত হওয়া অথবা সাজা কিংবা উভয় বিষয় খতিয়ে দেখার অনুরোধ আমাদেরকে করতে পারেন। আমাদের কাছে আবেদন করতে কোন টাকা পয়সা খরচ হবে না।

কখন সি.সি.আর.সি-র কাছে আমার আবেদন করা দরকার?

স্বাভাবিক নিয়ম অনুসরণ করে কোর্টে আপীল করে সে আপীল নিষ্পত্তি হওয়ার পর সি.সি.আর.সি-র কাছে আবেদন করবেন।

আপীলের নির্দিষ্ট সময়সীমা পার হয়ে যাওয়ার পরও কোর্টে আপিল করতে পারবেন। আপীলে হেরে যাওয়ার পরে যদি মনে করেন রায় সঠিক হয়নি বা আপনাকে ভুল সাজা দেওয়া হয়েছে, তাহলে আপনার মামলাটি খতিয়ে দেখার জন্য সি.সি.আর.সি-কে অনুরোধ করতে পারেন।

যদি আমি আপীল না করে থাকি তাহলে কি হবে?

যদি স্বাভাবিক নিয়ম অনুসরণ করে কোর্টে আপীল না করে থাকেন, তাহলে সি.সি.আর.সি আপনাকে চিঠি লিখে জানাবে আপনি যেন কোর্টে আপীল করার চেষ্টা করেন। স্বাভাবিক নিয়ম অনুসরণ করে কোর্টে আপীল করার আগে সি.সি.আর.সি মামলা নিতে পারব যদি বিশেষ কারণ থাকে। এগুলোকে আমরা বলে থাকি "ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি"।

কিভাবে আপিল করতে হয় তা জানার জন্য ক্রিমিনাল আপীল অফিসকে 020 7947 6011 নাম্বারে ফোন করুন।

"ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি" কি কি?

ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি খুবই বিরল। কোর্টে আপীল না করার পক্ষে ভাল কারণ অবশ্যই থাকতে হবে। তাছাড়া সি.সি.আর.সি-র সহায়তা ছাড়া আপনি এখন আপীল করতে না পারার পক্ষেও ভাল কারণ থাকতে হবে। কোনও স্বয়ংক্রিয় ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি নেই। প্রতিটি মামলার পরিস্থিতি ও বিষয়বস্তু বিবেচনায় নিয়ে আমরা সিদ্ধান্ত নেই ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি রয়েছে কিনা।

কি ধরনের পরিস্থিতি ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি নয়?

কি কি পরিস্থিতি ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি নয়, তার কয়েকটি উদাহরণ নিচে দেয়া হলো:

যদি আপনি আপীল করতে ভুলে গিয়ে থাকেন অথবা আপীলের সময়সীমা পার হয়ে যায়। এই ধরনের পরিস্থিতিতেও কোর্টকে আপীল গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা যায়। এটিকে বলা হয় "আউট অব টাইম" আপীল।

যদি আপনার সলিসিটর বা বারিস্টার আপনাকে বলে থাকেন যে আপনার আপীলের ভিত্তি নেই, আর তাই আপনি আপীল না করে থাকেন। সলিসিটার বা বারিস্টারের কাছ থেকে এই ধরনের পরামর্শ পাওয়ার মানে এই নয় যে আপনি আপীল করতে পারবেন না।

আপনি যদি আপীল করার জন্য সলিসিটর বা বারিস্টার না পেয়ে থাকেন। সলিসিটর কিংবা বারিস্টার ছাড়াই আপীল করা যায়।

স্বাভাবিক নিয়মে আপীল করা সম্পর্কে আরও তথ্য আমি কোথায় পাবো?

যদি আপনি ক্রাউন কোর্টে দোষী সাব্যস্ত হয়ে থাকেন, তাহলে "Appealing a conviction or sentence to the Court of Appeal – help for applicants" (দোষী সাব্যস্ত হওয়া অথবা সাজার বিরুদ্ধে কোর্ট অব আপীলে আপীল করার নিয়মাবলী - আবেদনকারীদের জন্য সাহায্য) নামের একটি পুস্তিকায় প্রয়োজনীয় তথ্য পাবেন। আপনার জেলখানার লাইব্রেরীতে এই পুস্তিকার কপি থাকার কথা। ইন্টারনেটেও এই পুস্তিকা সহ আপীল ফর্ম পাবেন। এর জন্য ভিজিট করুন: https://www.gov.uk/appeal-against-crown-court-verdict. ক্রিমিনাল্স আপীল অফিসকে 020 7947 6011 নাম্বারে ফোন করে এই পুস্তিকা সহ আপীলের ফর্ম আনতে পারবেন।

জাস্টিস নামের একটি দাতব্য সংস্থার প্রয়োজনীয় তথ্য সম্বলিত একটি পুস্তিকা রয়েছে। এই পুস্তিকাটির নাম 'হাও টু আপীল'। তাতে ক্রাউন কোর্টের মামলার রায়ের বিরুদ্ধে আপীল সংক্রান্ত তথ্য রয়েছে। পুস্তিকাটি এই ওয়েবসাইট লিংকে পাবেন: https://justice.org.uk/our-work/publications/how-to-appeal..

ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের মামলার রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করা সংক্রান্ত তথ্য এই ওয়েবসাইটে পাবেন: www.gov.uk/appeal-against-sentence-conviction

আমি কিভাবে সি.সি.আর.সি-র কাছে আবেদন করবো?

আপীলে হেরে যাওয়ার পর যদি আপনি সি.সি.আর.সি-র কাছে আবেদন করতে চান, তাহলে সি.সি.আর.সি-র দরখাস্ত ফর্ম পূরণ করে লিখিতভাবে আবেদন করতে হবে।

দরখাস্ত ফর্ম পরীক্ষাপত্র নয়। আমরা যতটুকু সম্ভব ফর্মটিকে সহজ করে নিয়েছি।

আপনি আবেদন করতে পারবেন:

- কাগজের দরখাস্ত ফরম পূরণ করে
- আমাদের ওয়েবসাইট থেকে একটি পিডিএফ ফর্ম প্রিন্ট আউট করে নিয়ে
- অনলাইনে দরখাস্ত ফরম পূরণ করে নিয়ে।

আপনি যদি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন, তাহলে আমরা আপনাকে একটি দরখাস্ত ফর্ম পাটাবো। অনুগ্রহ করে 0121 233 1473 নাম্বারে ফোন করে বা info@ccrc.gov.uk. ঠিকানায় মেইল পাঠিয়ে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

যদি আপনি কাগজের ফর্ম পূরণ করেন তাহলে আমাদের কাছে পাঠানোর আগে আপনাকে অবশ্যই ফর্মে স্বাক্ষর করে নিতে হবে।

আপনার পক্ষ হয়ে অন্য কেউ আবেদন করতে পারবেন। তবে আমরা আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করে জেনে নেবো আপনার মামলা আমরা বিবেচনা করি, তা আপনি চান কি না।

যদি আপনি অনলাইন ফর্ম পূরণ করেন, তাহলে আমরা ইমেইল পাঠিয়ে তা পাওয়ার খবর আপনাকে জানাবো। অনলাইনে দরখাস্ত ফর্ম পূরণ করার পাঁচ কার্যদিবসের ভিতরে আমাদের ইমেইল পাবেন। তারপর আমাদেরকে কাগজপত্র পাঠাতে পারবেন, যা আমাদের সাহায্যে আসতে পারে বলে আপনি মনে করবেন।

অনলাইন ফর্ম সেইভ করে নিয়ে পরে কোন এক সময়ে পুনরায় শেষ করতে পারবেন না। তাই পিডিএফ ফর্ম পড়ে নিয়ে যাবতীয় তথ্য জোগাড় করে অনলাইন ফর্ম পূরণ করা শুরু করতে পারেন।

মনে রাখবেন যে, সি.সি.আর.সি-কে মামলা আপীল কোর্টে পাঠাতে সক্ষম হতে হলে উল্লেখযোগ্য নতুন সাক্ষ্য-প্রমাণ কিংবা আইনী যুক্তিতর্ক থাকতে হবে। তা হতে হবে এমন কিছু যা কোর্ট আগে দেখেননি বা শুনেননি।

দোষী সাব্যস্ত হওয়ার এবং/অথবা সাজার রায়ে কি কি ভুল রয়েছে তা আবেদনপত্রে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করবেন।

"উল্লেখযোগ্য নতুন সাক্ষ্যপ্রমাণ বা যুক্তিতর্ক" মানে কি?

এর মানে হলো, এমন কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ অথবা যুক্তিতর্ক যা আপনার বিচার করার সময় বা পরবর্তীতে আপীলে বিবেচনা করা হয়নি। যেমন ধরুন, এমন কোনো নতুন সাক্ষ্যপ্রমাণ যা কখনো জানা ছিল না, অথবা বিজ্ঞানে নতুন কোন কিছু আবিষ্কৃত হয়েছে। জুরি, বিচারক অথবা ম্যাজিস্ট্রেটদের বিচার করার সময়ে জানা ছিল এমন কিছু আমরা বিবেচনা করতে পারবো না। আপনার বিচার করার সময় বিবেচনায় নেওয়া হয়েছিল এমন কোনো তথ্য আমরা খতিয়ে দেখতে পারবোনা, এমনকি আপনার মামলায় ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে আপনি মনে করলেও। আমাদের এমন কোনো কিছু পেতে হবে, যার কারণে আপনার মামলাটি ভিন্ন দেখাবে। আপনার বিচারের সময় কিংবা আপীলে আপনি যেসব যুক্তিতর্ক কিংবা সাক্ষ্যপ্রমাণ তুলে ধরেছিলেন সেগুলোই শুধু যদি আপনি আমাদেরকে দেন, তাহলে আমরা আপনাকে সাহায্য করতে পারব না।

সি.সি.আর.সি-র এমন কিছুর দরকার হবে, যার জন্য আপীল কোর্ট আপনার মামলাটিকে ভিন্ন হিসাবে দেখবেন। দরখাস্ত ফর্মে বিস্তারিতভাবে সবকিছু আমাদেরকে বলবেন, কি কি নতুন সাক্ষ্যপ্রমাণ কিংবা যুক্তিতর্ক রয়েছে যে কারণে আপনার মামলাটি এখন অন্য রকম।

আমার দরখাস্ত ফর্ম পাওয়ার পর আপনারা কি করবেন?

আপনার দরখাস্ত ফর্ম পাওয়ার পর আমরা আপনাকে চিঠি দিয়ে জানাবো তারপরে কি হবে। এরপর আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করবো। উদাহরণস্বরূপ, যে কোর্টে আপনি দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন সেই কোট থেকে আপনার মামলার নথিপত্র সহ আপনার আপীলের কাগজপত্র সংগ্রহ করবো। আপনার মামলাটি বিবেচনা করার আগে আমাদেরকে আরো কাগজপত্র সংগ্রহ করার দরকার হতে পারে। যদি আমরা সিদ্ধান্ত নেই যে আপনার মামলা বিবেচনা শুরু করা আমাদের উচিত, তাহলে আপনাকে চিঠি দিয়ে তা জানাবো। আমরা হয়তো সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে, আমরা আপনার মামলা বিবেচনা করতে পারবোনা, উদাহরণস্বরূপ:

যদি আপনার আপীল দায়ের করা থাকে।

যদি আপীল করার চেষ্টা না করে থাকেন এবং আপীল করার চেষ্টা করার আগে আমাদের দ্বারা আপনার মামলা বিবেচনা করার বিশেষ কোনো কারণ না থাকে। (উপরে আমি যদি আপীল না করে থাকি তাহলে কি হবে? দেখুন)

আপনার আবেদনে যদি উল্লেখযোগ্য নতুন বিষয় না থাকে যে জন্য আমরা আপনার মামলা আপীলে পাঠাতে পারবো না।

আমরা যদি সিদ্ধান্ত নেই আপনার মামলার ক্ষেত্রে উপরোক্ত কোন পরিস্থিতি প্রযোজ্য হয়. তাহলে আমরা চিঠি দিয়ে আমাদের সিদ্ধান্তের কারণ আপনাকে জানাবো।

আমার তথ্য দিয়ে আপনারা কি করবেন?

যদি আপনি সি.সি.আর.সি-র কাছে আবেদন করেন, তাহলে আপনি যে তথ্য দেবেন তা ব্যবহার করে আমরা আপনার মামলা খতিয়ে দেখবো। আপনার তথ্য ব্যবহার করে আমরা অন্যান্য সংস্থার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র বা সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করবো। আমরা যা সংগ্রহ করবো তা হতে পারে আপনার বা অন্য কোনো ব্যক্তির বা বিষয় সম্পর্কে তথ্য, যদি আমরা মনে করি তা আপনার মামলায় সাহায্য করবে।

আমরা যে কোনো তথ্যই আনতে পারব, যদি তা আমাদের প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। কোনো সংস্থা বা ব্যক্তি তা আমাদেরকে দিতে না চাইলেও আমরা তা আনতে পারব। আপনার মামলাটি দেখা শুরু করার পর আমরা সিদ্ধান্ত নেব আমাদের কি কি তথ্য দরকার। আমাদের কাছে সংরক্ষিত তথ্য আমরা খুব সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করি। আমরা শুধুমাত্র আমাদের প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করার লক্ষ্য রাখি। যে কোনো তথ্য যতদিন আমাদের প্রয়োজন হবে ততদিন শুধু তা আমাদের কাছে রাখার লক্ষ্য আমরা পোষণ করি। আমরা তখনই অন্য কারোর কাছে তথ্য প্রকাশ করি যদি তা ক্রিমিনাল আপীল অ্যাক্ট 1995 ও ড্যাটা প্রটেকশন অ্যাক্ট 2018 অনুযায়ী বৈধ হয়। আমরা যখন কোনো মামলা আপীলে পাঠাই তখন সাধারণত আমরা আপীল সংক্রান্ত তথ্য আবেদনকারীকে, আপীল কোর্টকে এবং সরকারপক্ষকে প্রদান করে থাকি। যখন আমরা কোনো মামলা আপীলে পাঠাই তখন আমরা সাধারণত মামলায় জড়িত ভুক্তভোগীদেরকে তা অবহিত করি।

আমরা সাধারণত একটি সংক্ষিপ্ত সংবাদ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করি। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আমরা মামলাটি চিহ্নিত করে আপীলে পাঠানোর মৌলিক কারণগুলোর ব্যাখ্যা প্রদান করি। মিসক্যারিজ অব জাস্টিস সাপোর্ট

সার্ভিসকেও তথ্য দেয়ার প্রয়োজন হতে পারে। এটি একটি দাতব্য সংস্থা। এই সংস্থা ভুলে দোষী সাব্যস্তকৃত লোকদেরকে সাহায্য করে থাকে।

আমার মামলার ব্যাপারে কে সিদ্ধান্ত নেবেন?

আমাদের কমিশনারগণ সিদ্ধান্ত নেন মামলা আপীল কোর্টে পাঠাবেন কি না। আমাদের কমিশনারগণ বিভিন্ন ধরনের পেশার লোক। তাদের অনেকেরই আইন বিষয়ে শিক্ষাগত যোগ্যতা রয়েছে। অভিজ্ঞতার কারণে তাদেরকে কমিশনার নিয়োগ করা হয়েছে। জটিল বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে তাদের প্রমাণিত সক্ষমতা রয়েছে। প্রাইম মিনিস্টার এর পরামর্শক্রমে মহামান্য রাণী কমিশনারদের নিয়োগ দেন।

সিদ্ধান্ত নিতে কতদিন লাগবে?

সহজ-সরল মামলা বিবেচনা করতে এক দুই সপ্তাহ লাগতে পারে। তবে জটিল মামলা বিবেচনা করতে গিয়ে অনেক মাস লেগে যেতে পারে।

আমি কি লিগ্যাল এইড পাব?

লিগ্যাল এইড স্কিমের আওতায় সলিসিটার আপনার জন্য মামলার খরচে অর্থসাহায্য আনতে পারবেন। সিভিল লিগ্যাল এডভাইসকে 0845 345 4345 নাম্বারে ফোন করে আইনজীবী পাওয়ার ব্যাপারে পরামর্শ নিতে পারবেন।

আমার মামলার ব্যাপারে সি. সি.আর.সি আমার সঙ্গে কিভাবে যোগাযোগ করবে?

অধিকাংশ সময়ই আমরা আপনার বা আপনার প্রতিনিধির কাছে চিঠি লিখব। যদি আমাদেরকে একটি ইমেইল এড্রেস দিয়ে থাকেন, তাহলে চিঠির পরিবর্তে আমরা ইমেইল পাঠাবো। আবেদনপত্র পাওয়ার পর আমরা সর্বদাই তা পাওয়ার কথা জানিয়ে থাকি। আপনার মামলার অগ্রগতি সম্পর্কে আমরা আপনাকে জানাবো। তাই এটা জরুরি যে আপনার সঠিক ঠিকানা যাতে আমাদের কাছে থাকে।

যদি আপনার ঠিকানা পরিবর্তন হয় বা আপনাকে অন্য জেলখানায় নেয়া হয়, তাহলে আমাদেরকে তা জানাতে ভুলে যাবেন না। জেলখানা থেকে সি.সি.আর.সি-র সঙ্গে যোগাযোগ করতে হলে কিছু নিয়ম পালন করতে হয়। প্রিজন সার্ভিস অর্ডার 4400-এ এই নিয়মগুলো বর্ণনা করা আছে। যদি লিখতে পড়তে আপনার সমস্যা থাকে তাহলে আপনার সঙ্গে আমরা উপযুক্ত পদ্ধতিতে যোগাযোগ করার ব্যবস্থা করব। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আমরা কাগজপত্র অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ করার বিষয়টি বিবেচনা করবো।

আমি কিভাবে সি.সি.আর.সি-র সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি?

আপনি সি.সি.আর.সি-কে ফোন করতে পারেন। তবে আমরা লিখিতভাবে সবকিছু পাওয়া বেশি পছন্দ করি। আমাদের প্রয়োজন হবে সবকিছুর স্পষ্ট রেকর্ডপত্র বা নথিপত্র, যাতে মামলা নিয়ে চিন্তা করার

সময় আমরা বিগত সব তথ্য যাচাই-বাছাই করতে সক্ষম হই। এই তথ্যপথের শেষে সি.সি.আর.সি-র যোগাযোগের বিস্তারিত দেয়া হয়েছে।

আপনারা কি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন?

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা চিঠিপত্রের মাধ্যমে অথবা ফোনে জেনে নিতে সক্ষম হই। যদি আমরা মনে করি আপনার সঙ্গে সামনাসামনি কথা বলা দরকার, তাহলে আমরা ভিডিওকলের মাধ্যমে কথা বলার অথবা সামনাসামনি বৈঠকের ব্যবস্থা করব।

যদি সি.সি.আর.সি আমার মামলা আপীলে না পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে কি হবে?

যদি মনে করেন আপনার সঙ্গে ন্যায্য আচরণ করা হয়নি, তাহলে সি.সি.আর.সি-র কাছে লিখিতভাবে অভিযোগ করতে পারবেন। আপনার মামলা বন্ধ করে দেয়ার তিন মাসের ভিতরে অভিযোগ করতে পারবেন। আমরা তখন বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখবো সি.সি.আর.সি কি ধরনের আচরণ করেছে। তবে আপনার লিখিত অভিযোগ বিবেচনা করতে গিযে আমরা আপনার মামলা পুনরায় বিবেচনা করতে পারবো না।

যদি মনে করেন আপনার মামলার ব্যাপারে আমাদের গৃহীত সিদ্ধান্তে কোন ভুল হয়েছে, তাহলে আপনি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কোর্টে জুডিশিয়াল রিভিউর (বিচার বিভাগীয় পুনর্বিবেচনার) জন্য আবেদন করতে পারবেন। জুডিশিয়াল রিভিউর জন্য আবেদন করার আগে আমাদের কাছে অভিযোগ করতে হবে না। তবে জেনে রাখুন যে, জুডিশিয়াল রিভিউ প্রক্রিয়ার একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা থাকে। জুডিশিয়াল রিভিউর জন্য আবেদন করার সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে নিরপেক্ষ আইনী পরামর্শ নেবেন।

আপনি সি.সি.আর.সি-র কাছে পুনরায় আবেদন করতে পারবেন। যদি আপনার কাছে নতুন সাক্ষ্যপ্রমাণ কিংবা যুক্তিতর্ক থাকে যা আপনার বিচারের বা আপীলের সময় কিংবা সি.সি.আর.সি-র বিগত সিদ্ধান্তের সময় বিবেচনায় নেওয়া হয়নি, তাহলে আপনি পুনরায় আবেদন করতে পারবেন। নতুন একটি দরখাস্ত ফরম পূরণ করে আমাদেরকে বলতে হবে কি কি নতুন সাক্ষ্য-প্রমাণ বা যুক্তিতর্ক বর্তমানে আপনার হাতে রয়েছে। তাছাড়া আমাদেরকে বলতে হবে গত দরখাস্তের সময় কেন তা আমাদেরকে জানাতে পারেননি।

যদি সি.সি.আর.সি আমার মামলা পুনরায় বিবেচনা করে তাহলে আমাকে বহিষ্কার (ডিপোর্ট) করা কি বন্ধ থাকবে?

সি.সি.আর.সি-র কাছে আবেদন করলে বহিষ্কার প্রক্রিয়া আপনাআপনি বন্ধ হয়ে যাবে না। যদি আমরা আপনার মামলা আপীলে পাঠাই, তাহলে আপনার আপীল শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত বহিষ্কার আদেশ স্থগিত করা হতে পারে। সি.সি.আর.সি-র কাছে আবেদন করার পরে যদি আপনাকে বহিষ্কার করা হয়,

তারপরেও আমরা আপনার মামলা খতিয়ে দেখতে পারবো। তবে আমাদেরকে আপনার যোগাযোগের ঠিকানা অথবা ইমেইল এড্রেস অবশ্যই দিতে হবে।

সি.সি.আর.সি-র কাছে আবেদন করার কারণে আমার জেলসাজা কি বাড়ানো হবে?

সি.সি.আর.সি-র কাছে আবেদন করলে জেলসাজা বাড়ানো যাবে না। তাছাড়া আমরা যদি আপনার মামলা আপীল কোর্টে পাঠাই, তাহলেও জেলসাজা বাড়ানো যাবে না।

সি.সি.আর.সি সম্পর্কে সহ এর কার্যাবলী সম্পর্কে আরও তথ্য আমি কোথায় পাব?

আমাদের www.ccrc.gov.uk ওয়েবসাইট থেকে এগুলো ডাউনলোড করতে পারবেন। আমাদের ওয়েবসাইটে সি.সি.আর.সি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত অনেক ডকুমেন্টে রয়েছে। এগুলোকে বলা হয় ফর্মাল পলিসিজ বা আনুষ্ঠানিক নীতিমালা। আমাদেরকে লিখেও ওগুলো আপনাকে পাঠানোর অনুরোধ করতে পারেন।